সাইমা ইসলাম তন্দ্রা

প্রয়োজনে ফ্যাশনে হাতঘড়ি

তের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে হাতঘড়ি। একটা সময় ছিল যখন সূর্যের উদয় এবং অস্ত যাওয়ার মাধ্যমেই মাপা হতো সময়। কালের বিবর্তনে ঘড়ি আবিষ্কার করেছে মানুষ। আবার প্রতিনিয়ত সে ঘড়ির আদলও পাল্টে যাচ্ছে।

বিগত এক দশকে মোবাইল ফোন এসে যাওয়ার পর হাতঘড়ির সেই আভিজাত্য একটু কমে এসেছিল। বলা যায়, হুট করে হাতঘড়ি পালিয়ে গিয়েছিল সবার হাত থেকে। হাতে হাতে মোবাইল ফোন, হাতঘড়িতে আবার আলাদা করে সময় দেখার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করত না। তবে ফ্যাশনের অনুষঙ্গ হিসেবে আবারও হাতঘড়ি চলে এসেছে প্রথম সারিতে। হয়ে উঠেছে হাতের সৌন্দর্যের প্রতীক।

ঘড়ি দিয়ে শুধু যে প্রয়োজন মেটে তা নয়, ঘড়ির মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও রুচিবোধেরও প্রকাশ পায়। তাই ক্যাজুয়াল লুকের ক্ষেত্রে চেইন আর বড় ডায়ালের ঘড়ি আর ফরমাল লুকের ক্ষেত্রে ছোট ডায়ালের চামড়া বা চেইনওয়ালা ঘড়িই বেশি মানিয়ে যায়। আবার কারো হাতে ছোট কিংবা বড়, কাঁটাযুক্ত কিংবা ডিজিটাল, সব ধরনের হাতঘড়ির চাহিদাই বেড়েছে। আধুনিক যুগের স্মার্ট তরুণরা চেন, ক্রিস্টাল পাথর, চামড়া বা রেক্সিনের বেল্টের ঘড়ি পরেন।

ফ্যাশনসচেতন তরুণ-তরুণীদের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন ব্র্যান্ড কোম্পানি নিত্যনতুন ডিজাইনের ঘড়ি বাজারজাত করেই চলছে। স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি কোনো কোনো ঘড়ি দেখতে অনেকটা ব্রেসলেটের মতো দেখায়। আছে বড় ডায়ালের ঘড়ি বা মোটা স্টিল বেল্টের। বড় ডায়াল বা মোটা বেল্টের ঘড়িই আজকাল তরুণ-তরুণীদের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। পোশাক ও হাতের সঙ্গে মানানসই একটা ঘড়ি যে কারো লুক পাল্টে দেয়। তবে ঘড়ি কেনার আগে ঘড়ির সম্পূর্ণ অবয়বের ডিজাইনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কর্মজীবীদের জন্য যেমন উপযোগী ডিজাইন রয়েছে, তেমনি কিশোর-তরুণদের জন্যও রয়েছে রকমারি ডিজাইন। অনেকে হয়তো পছন্দ করেন রুচিশীল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ডিজাইন, আবার অনেকের কাছে রঙচঙে ডিজাইন অগ্রাধিকার পায়। তাই ডিজাইনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া ফিচার বা সুবিধাগুলোর দিকেও খেয়াল রাখা দরকার। কেউ চাচ্ছেন ঘড়িতে তাপমাত্রা দেখার সুযোগ থাক, আবার কেউবা স্টপ ওয়াচের সুবিধাও চান। অথবা হয়তো শুধু কোটের সঙ্গে মানানসই ঘড়ি হলেই যথেষ্ট। তাই পছন্দ হওয়া উচিত প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে।

বাংলাদেশে যেহেতু ঘড়ির উল্লেখযোগ্য ব্র্যান্ড নেই, তাই বিদেশি ব্র্যান্ডগুলোই ভরসা। ক্যাসিও বা সিটিজেন এক সময় জনপ্রিয় ছিল বেশি। এখন ফ্যাশনসচেতন তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলোও পৌঁছে গেছে। এগুলোর মধ্যে ওমেগা, গুচি, সিকো, টাইটান, রালফ লরেন, রোলেক্স, কেলভিন ক্লেইন, ট্যাগ হিউয়ার, ফিলিপ পাটেক, লঙ্গিংস, ক্যাসাব্লাঙ্কা, ফাস্ট ট্র্যাক, রোমানসন, হ্যামিলটন, হাবলট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত ব্র্যান্ড এবং মানের ওপর নির্ভর করে ঘড়ির দাম। গুলশান-বনানী-উত্তরা বা বসুন্ধরা সিটিতে নামিদামি ব্র্যান্ড শপগুলোয় ঢুঁ মারলেই পাওয়া যাবে পছন্দসই ঘড়ি। বনানীর টাইম জোন বিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলোর জন্য অধিক পরিচিত। ঘড়ির দাম নির্ভর করে ঘড়ির ব্র্যান্ডের ওপর। এক্ষেত্রে টাইটান ব্র্যান্ডের ঘড়ি পাওয়া যাবে ২ হাজার ৮৭৫ টাকা থেকে ১৮ হাজার ২০০ টাকায়, ফাস্ট ট্রাক ৪ হাজার ৬২০ থেকে ৮ হাজার ২২০ টাকায়। আর ওমেগা ব্র্যান্ডের ঘড়ির দাম শুরু হয়েছে ১ লাখ টাকা থেকে। এছাড়াও ওরিয়েন্ট ৩ হাজার ৫০০ থেকে ৫০ হাজার টাকা, রোমার ১২ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ৬০ হাজার টাকা, টিসোর্ট ২৫ হাজার থেকে লাখ টাকা, ইয়ার্ডো ৪০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা, প্যারিলাইনার ৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার, ট্যাগহিয়ার ৫০ হাজার থেকে ৫ লাখ, রোমানসন পাঁচ হাজার থেকে ৪৫ হাজার, ওয়েস্টার ২ হাজার থেকে ১৫ হাজার, সিটিজেন ১ হাজার ৭০০ থেকে ৩০ হাজার টাকায় পাওয়া যাবে।

স্মার্টওয়াচ

এখন বাজার মাতাচ্ছে স্মার্টওয়াচ। তরুণ-তরুণীদের কাছে স্মার্টফোনের পাশাপাশি স্মার্টওয়াচ বেশ জনপ্রিয়। স্মার্টওয়াচ বাজারে আনায় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে সনি। ২০০৭ সালে প্রথম ব্লুটুথওয়াচ আনার পর স্মার্টওয়াচ বাজারে ছাড়ে প্রতিষ্ঠানটি। এরপর স্মার্টওয়াচ এনেছে পেবেল, স্টাটার মতো জনপ্রিয় ঘড়ি নির্মাতারা। প্রযুক্তিপণ্য জগতের আরেক জায়ান্ট স্যামসাং ইতিমধ্যেই তাদের স্মার্টওয়াচ বাজারে ছেড়েছে। এছাড়াও অ্যাপল, মাইক্রোসফটসহ বিশ্বখ্যাত অনেক প্রতিষ্ঠানই ইতিমধ্যে স্মার্টওয়াচ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে। এগুলোর দাম ১০ হাজার থেকে ৩৫ হাজারের মধ্যে।